দৈনিক ইনকিলাব

উপজেলা পরিক্রমা

কালকিনী

তারিখ 05 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৮

আব্দুল মতিন খান

সবুজ শ্যামলীমায় ঘেরা কালকিনী উপজেলা পালরদী নদীর তীরে একটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ১৯৮৪ সালে কালকিনী থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। এ উপজেলার উত্তরে মাদারীপুর সদর উপজেলা, পশ্চিমে কোটালীপাড়া, দক্ষিণে গৌরনদী ও পূর্বে গোসাইর হাট উপজেলা। এ উপজেলার আয়তন ১১০ বর্গ মাইল, গ্রামের সংখ্যা ১৯১টি, লোক সংখ্যা ২৩৪৮৯৬ জন। ইউনিয়ন ১০টি এবং পরিবারের সংখ্যা ২৬১০টি। এখানে হিন্দু-মুসলিম সকলে ভাই ভাই'র মত আবহমানকাল থেকে বসবাস করে আসছে এক সাথে।

কৃষি

এ উপজেলার অধিবাসীরা কৃষির উপরই নির্ভরশীল। সর্বমোট জমির পরিমাণ ৬৮৩৫৩ একর। তন্মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৫০,৫০০ একর এবং অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৭৮৫৩ একর। অধিকাংশ জমিই ফসলী। এর মধ্যে সেচের আওতায় যে জমি আছে তার পরিমাণ ৭৪৮৬ একর। এ উপজেলার প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে ধান, পাট, আখ, খরিষা, মুশুরী, গম, তিল, মরিচ, রসুন ইত্যাদি। এ উপজেলার কৃষকগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে তাদের খাদ্যের অভাব-অনটন লেগেই থাকে।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ৩টি কলেজ, কালকিনী কলেজ, শশীকর কলেজ ও সাহেব রামপুর কলেজ। ১৬টি মাদ্রাসা, এর মধ্যে ৯টি দাখেল, ৭টি সিনিয়র মাদ্রাসা। এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ৬৬টি। এর মধ্যে ১৬টি সংযুক্ত এবং ৫০টি স্বতন্ত্র। হাই স্কুল ২৮টি, জুনিয়র স্কুল ৮টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৩টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪টি। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই জীর্ণ দশা। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, চেয়ার, টেবিল ও ঘর-দোর নেই। এ উপজেলার ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী কালকিনী কলেজ ও উপজেলা সদরে অবস্থিত হাই স্কুল ও গার্লস হাইস্কুলটি সরকারী করা হউক।

যোগাযোগ

যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে কালকিনী উপজেলা অনেক পিছিয়ে আছে। মাত্র ৮ মাইল রাস্তা পাকা আছে। তাও ঢাকা-বরিশাল সড়কের ভুরঘাটা রাস্তা হতে কালকিনী উপজেলা সদর পর্যন্ত। ১৭২ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। এসব রাস্তা ও যান-বাহন চলাচলের উপযোগী নয়। অনেক রাস্তা সংস্কার করা দরকার। লঞ্চ যোগাযোগের ব্যবস্থা এ উপজেলার সাথে নেই বললেই চলে। ব্রিজ আছে ৩৫টি। কাঠের পুল ১৩১৩টি, আর আছে কিছু বাঁশের সাঁকো। দূরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম একটি মাত্র টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে গেলে অপেক্ষা করতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা।

কলকারখানা

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় এ উপজেলায় আজ পর্যন্ত কোন কল-কারখানা কিংবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ধান ভাঙ্গার ৪৬টি কল, ৩টি স'মিল, আর আছে

চিকিৎসা

কালকিনী উপজেলা কেন্দ্রে একটি মাত্র হাসপাতাল আছে। তাও প্রয়োজনের তুলনায় বেডের সংখ্যা নিতান্তই কম এবং ডাক্তারদের সংখ্যাও কম। নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ হয় না এবং অস্ত্রপচারের কোন সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই। জটিল রোগের চিকিৎসা কিংবা অস্ত্রপচারের জন্য ছুটতে হয় ঢাকা কিংবা বরিশাল। পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র আছে ৭টি, দাতব্য চিকিৎসালয় ১টি, স্বাস্থ্য প্রকল্প আছে ৪টি। ২৩৪৮৯৬ জন অধিবাসীর জন্য এ সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় উল্লেখযোগ্য হাট-বাজারের মধ্যে রয়েছে খালের হাট, ভাইস্যা তলা, লক্ষ্মীপুর, বিদ্যাবাগিশ হাট এবং গোপালপুর হাট, ঝুরগাঁও, শশীকর সমিতির হাট, মেয়ার হাট ইত্যাদি। দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট বসে এসব হাট বাজারে। কিন্তু এসব হাট-বাজারে প্রয়োজনীয় ঘর-দোর নেই। বৃষ্টি নামলে ক্রেতাদের ভিজে একাকার হতে হয়, কাদায় ভবে যায় হাট-বাজারগুলো— তাই এসব হাট-বাজারের সংস্কার করা দরকার।

সমাজ সেবা ও সমবায়

এ উপজেলায় কৃষি সমিতির সংখ্যা ৩৬৭টি, বিত্তহীনদের সমিতি ৪টি, মহিলা সমিতি ২২টি, ক্লাব রেজিষ্ট্রেরী ১৩টি এবং রেজিষ্ট্রেরীর পথে ২০টি, এতিমখানা ২টি এবং মাতৃকেন্দ্র ৬টি। এখানে বেকার যুবক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ

কালকিনী উপজেলার মানুষের জন্য বিদ্যুৎ এখন স্বপ্নমাত্র। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ এলাকার জনগণ এ উপজেলাকে বিদ্যুৎতায়নের সুসংবাদ পেয়েছেন বটে, কিন্তু তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে যেটুকু বিদ্যুৎতের সরবরাহ আছে তা থেকে হাসপাতাল, উপজেলা কর্মকর্তা অফিস এবং উপজেলা শহরের কিছু লোক সুবিধা পেয়ে থাকে। এ উপজেলাকে বিদ্যুৎতায়ন করা হলে আধুনিক পদ্ধতিতে সেচ কাজ ও রাইস মিল, আটার ও তেলের মিলের জন্য খুব সুবিধা হতো।

খেলাধুলা ও বিনোদন

খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। বড় ধরনের কোন মাঠ নেই যেখানে আগ্রহী খেলোয়াড়গণ সুবিধা মত খেলাধুলা করতে পারে। ফুটবল খেলার জন্য উপজেলার সদরে অবস্থিত বয়েজ হাই স্কুলের মাঠটিকেই বেছে নিতে হয়। এখানে খেলাধুলার জন্য একটি স্টেডিয়াম দরকার। চিত্তবিনোদনেরও কোন ব্যবস্থা নেই। অবসর মুহূর্তে একটু পড়াশুনা করবে এমন একটি পাঠাগারও নেই এখানে। শ্রান্ত ক্লান্ত এমন একটি পাঠাগারও নেই এখানে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে বিশ্রামের জন্য মুক্ত বায়ুতে বসার মত একটি পার্কও এখানে নেই। খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের দিকে স্থানীয় জনগণ, সরকারী কর্মকর্তা ও সরকাররের দৃষ্টি দেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

গুটি কয়েক আটার ও তেলের মিল। এ উপজেলাবাসীরা কালকিনীতে একটি শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে।